গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
Website: www.dnc.gov.bd

নথি নং- ৫৮.০২.০০০০.০১৬.০০.০০১.২০- ২০৮

তারিখঃ ১৬ পৌষ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১৩ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) কর্তৃক আয়োজিত কুরিয়ার সার্ভিস ও এক্সপোর্ট কার্গো ব্যবহার করে মাদকপাচার রোধ বিষয়ক কর্মশালার কার্যবিবরণীঃ

প্রধান অতিথি	: জনাব মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
সভাপতি	: জনাব সঞ্জয় কুমার চৌধুরী অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
বিশেষ অতিথি	: ০১। জনাব মু. নুরুজ্জামান শরীফ এনডিসি পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, প্রকাশনা ও গবেষণা), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। ০২। জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম পরিচালক (প্রশাসন), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। ০৩। জনাব কুসুম দেওয়ান পরিচালক (অপারেশনস ও গোয়েন্দা), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
কর্মশালার তারিখ ও সময়	: ১৩ ডিসেম্বর ২০২০, সকাল ১০:০০ ঘটিকা।
কর্মশালার স্থান	: অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-৭)।
কর্মশালার উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট 'ক'

কর্মশালার শুরুতে সভাপতি স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর জনাব কুসুম দেওয়ান, পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, তাঁর সুচনা বক্তব্যে বলেন, মাদকের পাচার, ব্যবহার ও বিস্তার বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সমস্যা। বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হয়েও মাদক পাচারের জন্য বাংলাদেশ একটি ঝুঁকিপূর্ণ রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মাদকের অপব্যবহারের ফলে দেশের তরুণ সমাজ অধ:পতনের দিকে যাচ্ছে। তিনি বলেন, সাম্প্রতিককালে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে মাদকের চোরাচালান বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাদক ব্যবসায়ীরা নিত্য নতুন কৌশল ব্যবহার করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে মাদক পাচার করছে। অবৈধ মাদক পাচার রোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সরকারী দপ্তর ও কুরিয়ার সার্ভিস সমূহকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহবান জানান। তিনি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে মাদকের বিস্তার রোধ এবং মাদকের সরবরাহ হ্রাসের ক্ষেত্রে ডিএনসি'র প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি, শক্তি বৃদ্ধি এবং লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও বেসরকারী সংস্থা সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার গুরুত্বারোপ করেন। আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে মাদক পাচার উদঘাটন ও তদন্তপূর্বক মাদক পাচারে যারা জড়িত রয়েছে তাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে মর্মে মত প্রকাশ করেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও কর্মশালার প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার মহোদয় বলেন, মাদকের ভয়াল থাবা সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছে। তিনি বলেন বাংলাদেশের জনগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কর্মক্ষম। এই কর্মক্ষম জনবলের মধ্যে অধিকাংশ যুবক। এসকল যুবকের কিছু অংশ ভয়াবহ ইয়াবা, ফেনসিডিল, গাঁজা ও হেরোইনসহ অন্যান্য মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ছে। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাদকের বিরুদ্ধে "জিরো টলারেন্স" বাস্তবায়নে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে একযোগে কাজ করতে হবে বলে মতামত প্রকাশ করেন। কুরিয়ার সার্ভিসের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা/কর্মচারী মাদক পাচারের সাথে জড়িত বলে তিনি উল্লেখ করেন। আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় কুরিয়ার সার্ভিসের প্রতিনিধিদের মাদক সনাক্তকরণে উন্নত প্রযুক্তি যেমন Drug Detector ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানান। এছাড়া যেসব কুরিয়ার সার্ভিস মাদক পাচারের তথ্য দিবে তাদের সুরক্ষার আশ্বাস দেন।

কর্মশালার সভাপতি জনাব সঞ্জয় কুমার চৌধুরী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, মাদকপাচার রোধে বিশ্বব্যাপী একমাত্র সরকারী সংস্থাগুলো কাজ করে যাচ্ছে। সভাপতির বক্তব্যে মাদক ব্যবসায়ীদের মাদক পাচারে গৃহীত নতুন নতুন পন্থাকে সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করা ও তিনি মাদক পাচার রোধে পুলিশ, র‍্যাব, কোস্টগার্ড, আনসারসহ সকল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বিমান বন্দরসহ ঝুকিপূর্ণ স্থানে কুরিয়ার সার্ভিসগুলোতে উন্নতমানের Drug Detector ব্যবহারসহ মাদক সনাক্তকরণে সকলের ঐকান্তিকতার জন্য অনুরোধ জানান।

কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন রেজা, অতিরিক্ত পরিচালক (গোয়েন্দা), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। মূল প্রবন্ধে, মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হয়েও ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ মাদক ও মাদক পাচারের জন্য একটি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ উল্লেখপূর্বক তিনি দেশে ২০২০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত মাদক মামলা ও মামলার আলামতের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন, সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাদক পাচারে বাংলাদেশের কুরিয়ার সার্ভিসসমূহকে ব্যবহার করা হচ্ছে মর্মে তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়াও কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে মাদক পাচারকালীন সময়ে আটককৃত চালান ও মামলার পরিসংখ্যান উল্লেখ করেন।

মূল প্রবন্ধে তিনি কুরিয়ার সার্ভিস পরিচালনার ক্ষেত্রে দ্যা পোস্ট অফিস অ্যাক্ট, ১৮৯৮ এর বিভিন্ন বিধি উল্লেখ করেন। প্রবন্ধ উপস্থাপনে তিনি কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিনিধিদের প্রতি কিছু সুপারিশ প্রদান করেন। এগুলো হলো: ১। পার্সেল বুকিং নেয়ার ক্ষেত্রে প্রেরক ও প্রাপকের নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র ভালোভাবে যাচাই বাছাই করে বুকিং নেয়া; ২। প্রতিটি বুকিং সেন্টারে উন্নতমানের স্ক্যানার স্থাপনের ব্যবস্থা করা, এটি সম্ভব না হলে কেন্দ্রীয়ভাবে স্ক্যানিং এর ব্যবস্থা করা; ৩। কুরিয়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা; ৪। পার্সেলের কিছু সন্দেহজনক অনুমিত হলে ডিএনসিকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করা; ৫। সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত না হয়ে কোনোরুপ পণ্য কুরিয়ার সার্ভিসে প্রেরণের জন্য গ্রহণ না করা। ৬। কুরিয়ার সার্ভিসের প্রতিটি শাখায় সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন বাধ্যতামূলক করা ও সিসি টিভি ক্যামেরা ফুটেজ সংরক্ষণ করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে তিনি কুরিয়ার সার্ভিসের লাইসেন্স প্রদান ও পরবর্তী কার্যক্রম মনিটর করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান।

উন্মুক্ত আলোচনার শুরুতে কুরিয়ার সার্ভিস এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব হাফিজুল ইসলাম পুলক বলেন, মাদক সনাক্তকরণে মেটাল ডিটেক্টর, ড্রাগ ডিটেক্টর ও স্ক্যানার স্থাপন অত্যন্ত জরুরি। তিনি DRUG DETECTOR/DRUG SCANNER মেশিন ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভ্যাট/ট্যাক্স মওকুফের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন বর্তমানে ৭১টি দেশীয় কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্স ছাড়াই ব্যবসা করছে।

আলোচনায় জনাব কবির আহমেদ, সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল এয়ার এক্সপ্রেস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ও সভাপতি বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারস এসোসিয়েশন (বাফা) বলেন, প্রেরক ও প্রাপকের জাতীয় পরিচয়পত্র সনাক্তকরণে কুরিয়ার সার্ভিসগুলোকে নির্বাচন কমিশনের NID Server এ শর্ত সাপেক্ষে Access দেয়া গেলে প্রকৃত প্রেরক ও প্রাপকের নাম ঠিকানা সহজে নিশ্চিত করা যাবে। তিনি বিমান বন্দরে উন্নতমানের DRUG DETECTOR স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সৈয়দ মোঃ বখতিয়ার, সহসভাপতি, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারস এসোসিয়েশন (বাফা) AVSEC কে কেন্দ্রীয় ভাবে DRUG SCANNER স্থাপনের জন্য মতামত দেন।

তার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রধান অতিথি মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, সরকার অলাভজনকভাবে দেশের সেবা করছে। যেহেতু কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভাবে চলছে সেহেতু কুরিয়ার সার্ভিসগুলো নিজেদের অর্থায়নে DRUG DETECTOR/DRUG SCANNER ব্যবহার করতে হবে।

জনাব মিয়ারুল হক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএইচএল কুরিয়ার সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড, প্রত্যেকটি কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানে সিসিটিভির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেন। এছাড়া বিমান বন্দরে সিসিটিভি ফুটেজ ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি কুরিয়ার সার্ভিসগুলো পরিচালনা করার ক্ষেত্রে People, Process, Tools and Certification এর উপর আন্তর্জাতিক বিধিমালা কঠোরভাবে অনুসরণের সুপারিশ করেন।

জনাব মোঃ আবু সুফিয়ান, হেড অব সিকিউরিটি, ফেডেক্স এক্সপ্রেস কোং লিমিটেড, কোনো কুরিয়ার সার্ভিসে সন্দেহজনক কিছু অনুমিত হলে কোন সংস্থাকে জানাবে মর্মে একটি প্রশ্ন রাখেন এবং ডিএনসি'র নেতৃত্বে ও কুরিয়ার সার্ভিস এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।
জবাবে মহাপরিচালক, ডিএনসি বলেন, নোডাল এজেন্সি হিসেবে ডিএনসি এবং পুলিশ বাহিনীসহ অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানানোর দিক নির্দেশনা প্রদান করে ডিএনসি'র হটলাইন ০১৯০৮-৮৮৮-৮৮৮ এ কল করার জন্য আহবান জানান।

জনাব মোরশেদ আলম চৌধুরী, জেনারেল ম্যানেজার, এস এ পরিবহন বলেন, কুরিয়ার সার্ভিসের পার্সেলে সন্দেহজনক কোন কিছু অনুমিত হলে ডিএনসিকে জানানো হলে ডিএনসি এ বিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিক থাকে, একইভাবে অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে

আন্তরিকতার সাথে অগ্রসর হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন । প্রকৃত অপরাধী ধরার পরিবর্তে কুরিয়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হেনস্থা না করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশে মাদক প্রবেশের ক্ষেত্রে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আরো কড়া নজরদারির মাধ্যমে দায়িত্ব পালনের আহবান জানান। সর্বশেষে তিনি সোর্সকে নিরাপত্তা দেয়ার ব্যাপারে মতামত দেন।

জনাব মোরশেদ আলম চৌধুরীর বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে মহাপরিচালক ডিএনসি বলেন, ডিএনসি এদেশে মাদক নিয়ন্ত্রণে নোডাল এজেন্সী হলেও সকল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মাদক নিয়ন্ত্রণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে মত প্রকাশ করেন।

এসএ পরিবহন প্রতিনিধির বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে সভাপতি বলেন, প্রত্যেকটি পার্সেল প্রেরকের নিকট থেকে গ্রহণকালে যাচাই-বাছাই করা কুরিয়ার কোম্পানীগুলোর পেশাগত দায়িত্বের আওতাভুক্ত। তিনি এক্ষেত্রে যথাযথভাবে আইন মেনে ব্যবসা করার বিষয়ে মতামত দেন।

জনাব মোঃ জেহসান ইসলাম, চেয়ারম্যান, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান তার বক্তব্যের শুরুতে বলেন, এসএ পরিবহনকে কোন লাইসেন্স ডাক বিভাগ থেকে দেয়া হয়নি। দেশের সবচেয়ে বৃহৎ দেশীয় কুরিয়ার সার্ভিসের লাইসেন্স না থাকায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি মাদক নির্মূলে ডিএনসি'র পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সকলকে অনুরোধ করেন। তিনি ডিএনসি'র সুনির্দিষ্ট মোবাইল নাম্বার দেয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করেন। তিনি কুরিয়ার সার্ভিস এসোসিয়েশন কে আইন মেনে সদস্যপদ দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং সকল কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে এসে লাইসেন্সবিহীনদের সদস্যপদ বাতিল এবং কুরিয়ার সার্ভিসে মাদক উদঘাটনে Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়নের সুপারিশ করেন।

জনাব সোলাইমান হোসেন, সহকারী কমিশনার, ঢাকা কাস্টমস হাউজ, মাদক পাচার রোধে ও মাদক সনাক্তকরণে বিমান বন্দরের স্ক্যানিং জোনে AVSEC এর পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও ডিএনসিকে কাজ করার ও আলাদা DRUG DETECTOR/DRUG SCANNER থাকার বিষয়ে সুপারিশ করেন। কুরিয়ার সার্ভিসগুলোর DRUG DETECTOR/DRUG SCANNER ক্রয়ের ভ্যাট/ট্যাক্স মওকুফের জন্য লিখিত আবেদন/প্রস্তাবনা এনবিআর কে দেয়া হলে সরকার এ বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিবেন মর্মে তিনি জানান।

জনাব আব্দুর রউফ, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পার্সেলে প্রেরক ও প্রাপকের জাতীয় পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেন এবং কুরিয়ার সার্ভিসকে NID Access দেয়ার ব্যাপারে মতামত প্রদান করেন।

বাংলাদেশ পুলিশ প্রতিনিধি, জনাব মাকসুদা খাতুন, বিশেষ পুলিশ সুপার (ইমিগ্রেশন), এস এ পরিবহনের প্রতিনিধির বক্তেব্যর আলোকে পুলিশ বাহিনীর কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্তপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি কুরিয়ার সার্ভিসের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনের অনুরোধ করেন।

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা প্রতিনিধি জনাব প্রদীপ কুমার অধিকারী, উপপরিচালক বলেন, কুরিয়ার সার্ভিসগুলোকে যথাযথ Drug Detector স্থাপনের সুপারিশ করেন এবং সংশ্লিষ্ট কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পূর্নাঙ্গ বায়োডাটা সংরক্ষণের জন্য প্রস্তাব করেন।

ডিজিএফআই (প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা) প্রতিনিধি সহকারী পরিচালক, জনাব মোঃ ফয়েজ রবীব অনিবন্ধিত কুরিয়ার সার্ভিসকে লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসার আহবান জানান।

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) প্রতিনিধি জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন, সিনিয়র এএসপি, কুরিয়ার সার্ভিসের প্রতিটি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসার সুপারিশ করেন।

বিজিবি প্রতিনিধি মেজর মোঃ তারেক মাহমুদ সরকার, অতিরিক্ত পরিচালক (অপারেশন)_কুরিয়ার সার্ভিসে DRUG SCANNER এর পাশাপাশি DOG SQUAD মোতায়নের সুপারিশ করেন এবং NID Access নেয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনের সুপারিশ করেন এবং কুরিয়ার সার্ভিসে মাদক সনাক্তকরণে Standard Operating Procedure(SOP) প্রণয়ণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

কোস্টগার্ড প্রতিনিধি জনাব মোঃ নূর-উল আনোয়ার নাহিদ, লেফটেন্যান্ট (বিএন), কুরিয়ার সার্ভিসের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে দায়বদ্ধতার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতার দায়বদ্ধতা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উপরই বর্তায়।

জনাব এস.এম হারুনুর রশিদ, পরিচালক, ডাক অধিদপ্তর, এ ধরনের কর্মশালায় রেলওয়ে পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশের প্রতিনিধি থাকার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

Aviation Security (AVSEC) এর নিরাপত্তা কর্মকর্তা জনাব মোঃ ছায়েদুল হক ভূইয়া বলেন, আন্তর্জাতিক কুরিয়ার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ওয়ার হাউজ থাকতে হবে এবং সেখান থেকেই পার্সেলের সিকিউরিটি নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, বিমানবন্দরে Explosive Detection Dog (EDD), Explosive Detection System (EDS) থাকলেও Drug Detector বা Drug Scanning মেশিন নেই। বিমান বন্দরে স্ক্যানিং জোনে DRUG DETECTOR বা DRUG SCANNING মেশিন স্থাপনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধি জনাব মোঃ রেজাউল হক, উপপরিচালক (নি:) বলেন, দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ এক্সপোর্ট কার্গো আসা-যাওয়া করে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে কিন্তু এই বন্দরটি মাদক পাচারে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। তিনি চট্টগ্রাম বন্দরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মনিটরিং সেল স্থাপনের সুপারিশ করেন এবং মাদক পাচারে জড়িতদের ধৃত করে বিচারে সোপর্দ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের আহবান জানান। তিনি দেশের স্বার্থে ডিএনসি এর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করার পরামর্শ দেন।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধি লেঃ কমান্ডার বি এম নূর মোহাম্মাদ, প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা মাদক সনাক্তকরণে কুরিয়ার সার্ভিসগুলোকে সফটওয়ারের মাধ্যমে কার্গো প্রোফাইলিং করা এবং পরবর্তী এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষকে আমন্ত্রণ জানানোর সুপারিশ করেন।

স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধি জনাব মোঃ রেজাউল করিম, উপ-পরিচালক (প্রশাসন) কুরিয়ার সার্ভিসের পার্সেলের প্রেরক ও প্রাপকের ঠিকানা যাচাই, জাতীয় পরিচয়পত্র নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ডাক বিভাগের নির্দেশনা পালনপূর্বক যথাযথ লাইসেন্স গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে উল্লেখপূর্বক ডিএনসি'র তত্ত্বাবধানে সেন্ট্রাল মনিটরিং সেল গঠন করার সুপারিশ করেন।

কর্মশালায় নিম্নরূপ সুপারিশমালা গৃহীত হয়ঃ

১। কুরিয়ার সার্ভিসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কোনো পণ্য কুরিয়ারে অন্যত্র প্রেরণের পূর্বে এতে কোনো অবৈধ মাদক নেই মর্মে সম্পূর্ণ আস্থাবান হয়ে প্রেরণের জন্য গ্রহণ করবেন।

২। দেশের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরসমূহে আধুনিক ও উন্নত মানের DRUG DETECTOR স্থাপন করা এবং AVSEC ও বাংলাদেশ কাস্টমস এর সাথে ডিএনসি সহজে মাদক সনাক্ত করতে পারে এরূপ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩। মাদক পাচার সনাক্ত ও পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিএনসি হতে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা বা Standard Operating Procedure (SOP) প্রস্তুত করা।

৪। কন্টেইনার/পার্সেলে পূর্ণাঙ্গ মাদক সনাক্তকরণের নিমিত্ত প্রত্যেক কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের SCANNER/ DRUG DETECTOR স্থাপন।

৫। কুরিয়ার সার্ভিসগুলোর কার্যক্রম সিসিটিভি এর আওতায় আনয়ন এবং ডিএনসি ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহে প্রয়োজন অনুযায়ী ফুটেজ সরবরাহ বাধ্যতামূলক করা।

৬। প্রাপক ও প্রেরকের প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করার নিমিত্ত কুরিয়ার সার্ভিসসমূহকে শর্ত সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনের NID সার্ভারে Access প্রদানে প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে পরবর্তী সভায় আলোচনা করা হবে।

৭। কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাপক ও প্রেরকের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর, ছবি এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি সংরক্ষণ করা।

৮। কুরিয়ার সার্ভিস হতে যোগাযোগের জন্য ডিএনসি 'র ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে অতিরিক্ত পরিচালক(গোয়েন্দা) কে নির্ধারণ করা এবং সকল কুরিয়ার সার্ভিসসমূহকে ফোকাল পয়েন্ট ও ডিএনসি'র হটলাইন নম্বরটি (01908-888-888) জানিয়ে দেয়া।

৯। লাইসেন্সবিহীনভাবে পরিচালিত কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

১০। সমুদ্র বন্দর ও স্থলবন্দরে DRUG SCANNER স্থাপন ও ডিএনসি'র জনবল দিয়ে আমদানী/রপ্তানীযোগ্য কনটেইনারের স্ক্যান নিশ্চিত করা।

১১। কুরিয়ার সার্ভিস এসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে 'সবচেয়ে ভালো সেবাদান পদ্ধতি' সমূহ নিয়মিত আদান-প্রদান করা, পারস্পারিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত কুরিয়ার সার্ভিসমূহের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা।

১২। কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রেরক, প্রাপকের ঠিকানা, কন্টেন্ট সংরক্ষণের জন্য সফটওয়ারের মাধ্যমে কার্গো প্রোফাইলিং করা।

১৩। মাদক সনাক্তকরণে কুরিয়ার সার্ভিস কর্তৃক আধুনিক স্ক্যানার সংগ্রহে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট ভ্যাট ও ট্যাক্স মওকুফের আবেদন করা।

১৪। কুরিয়ার সার্ভিসে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সঠিক নাম, পরিচিতি, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয় পত্র, ছবি ও মোবাইল নম্বর সহ পুর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত (Bio-data) সংরক্ষণ করা।

১৫। মাদক পাচার সনাক্তকরণে সোর্সকে সুরক্ষা প্রদান করা ও কেউ যাতে হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা।

১৬। পরবর্তী মিটিং/ওয়ার্কশপ এ রেলওয়ে পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষকে আমন্ত্রণ জানানো।

অত:পর প্রধান অতিথি সম্মিলিতভাবে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জিরো টলারেন্স নিয়ে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। সভাপতি উপস্থিত সকলকে দীর্ঘসময় যাবৎ এ কর্মশালায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে ও সুচিন্তিত মতামত দিয়ে কর্মশালাকে ফলপ্রসু করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩১/১২/২০২০

(সঞ্জয় কুমার চৌধুরী)
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
ও
সভাপতি
ফোনঃ ০২-৮৩৯২৩৭৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা। **দৃষ্টি আকর্ষণঃ** সদস্য (শুল্কনীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ও জনাব মোঃ সোলাইমান হোসেন, সহকারী কমিশনার, কাস্টম হাউজ (ঢাকা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

২। পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা। **দৃষ্টি আকর্ষণঃ** অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, মালিবাগ, ঢাকা ও স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট (এয়ারপোর্ট এন্ড ইমিগ্রেশন), স্পেশাল ব্রাঞ্চ, মালিবাগ।

৩। মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই), সেগুনবাগিচা, ঢাকা। **দৃষ্টি আকর্ষণঃ** জনাব প্রদীপ কুমার অধিকারী, উপ-পরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৪। মহাপরিচালক, ডিজিএফআই, সদর দপ্তর, ঢাকা। **দৃষ্টি আকর্ষণঃ** পরিচালক (অপারেশনস), ডিজিএফআই, সদর দপ্তর, ঢাকা ও জনাব মোঃ ফয়েজ রবীব, সহকারী পরিচালক, ডিজিএফআই, সদর দপ্তর, ঢাকা।

৫। মহাপরিচালক, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন(র‍্যাব), সদর দপ্তর, ঢাকা। **দৃষ্টি আকর্ষণঃ** পরিচালক (অপারেশনস উইং), র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন(র‍্যাব), সদর দপ্তর, ঢাকা ও জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন, সিনিয়র এএসপি, র‍্যাব-৩, ঢাকা।

৬। মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, সদর দপ্তর, পিলখানা, ঢাকা। **দৃষ্টি আকর্ষণঃ** পরিচালক (অপারেশন),বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, সদর দপ্তর, পিলখানা, ঢাকা ও মেজর মোঃ তারেক মাহমুদ সরকার, অতিরিক্ত পরিচালক (অপারেশন), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), সদর দপ্তর, ঢাকা।

৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, সদর দপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। **দৃষ্টি আকর্ষণঃ** পরিচালক (অপারেশনস), বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, সদর দপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা ও জনাব মোঃ নূর-উল আনোয়ার নাহিদ, লেফটেন্যান্ট, বিএন, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, সদর দপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

৮। মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ঢাকা। **দৃষ্টি আকর্ষণঃ** পরিচালক (ডাক), ডাক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ঢাকা।

৯। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী,সদর দপ্তর, ঢাকা। **দৃষ্টি আকর্ষণঃ** পরিচালক (অপারেশনস্), বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, সদর দপ্তর, ঢাকা ও জনাব মোঃ শরফুজ্জামান, সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট (ঢাকা), বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী,সদর দপ্তর, ঢাকা।

১০। চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা। **দৃষ্টি আকর্ষণঃ** সদস্য (নিরাপত্তা), বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা ও জনাব মোঃ ছায়েদুল হক ভূইয়া, নিরাপত্তা কর্মকর্তা, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।

১১। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর ভবন, পোস্ট বক্স-২০১৩, চট্টগ্রাম-৪১০০, বাংলাদেশ। **দৃষ্টি আকর্ষণঃ** মেজর মোঃ রেজাউল হক, উপ-পরিচালক (নিঃ), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর ভবন, পোস্ট বক্স-২০১৩, চট্টগ্রাম-৪১০০।

১২। চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা, বাগেরহাট। **দৃষ্টি আকর্ষণঃ** লেঃ কমান্ডার বি এম নূর মোহাম্মদ, প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা, বাগেরহাট।

১৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, কাওরান বাজার, ঢাকা। **দৃষ্টি আকর্ষণঃ** পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, কাওরান বাজার, ঢাকা ও জনাব মোঃ রেজাউল করিম, উপ-পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, কাওরান বাজার, ঢাকা।

১৪। যুগ্মসচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

১৫। জনাব জেহসান ইসলাম, চেয়ারম্যান (যুগ্মসচিব), লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান, ডাক ভবন, ঢাকা- ১০০০।

১৬। পরিচালক (প্রশাসন, অপারেশনস, নিরোধ ও শিক্ষা এবং চিকিৎসা ও পুনর্বাসন), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১৭। প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষক, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার, ১৭৪ ডিস্টিলারী রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।

১৮। উপ-সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ (মাদক-২), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

১৯। অতিরিক্ত পরিচালক, গোয়েন্দা ও বিভাগীয় কার্যালয় (চট্টগ্রাম /ঢাকা /রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

২০। উপ- পরিচালক, বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় (ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

২১। উপ-পরিচালক, ঢাকা মেট্রো (উত্তর ও দক্ষিণ), জেলা কার্যালয়, ঢাকা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।

২২। উপ-পরিচালক (সকল), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

২৩। সিস্টেম এনালিস্ট, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

২৪। সহকারী পরিচালক (সকল), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

২৫। সহকারী পরিচালক, ঢাকা মেট্রো (উত্তর ও দক্ষিণ), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৬। সহকারী প্রোগ্রামার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

২৭। জনাব হাফিজুর রহমান পুলক, সভাপতি, কুরিয়ার সার্ভিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস (প্রাঃ) লিঃ, ২৪-২৫, দিলকুশা, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

২৮। জনাব মোজাম্মেল হক লালু, সাধারণ সম্পাদক, কুরিয়ার সার্ভিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, করতোয়া কুরিয়ার এন্ড পার্সেল সার্ভিস, ৩৬ তোপখানা রোড, ঢাকা।

২৯। জনাব কবির আহমেদ, সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল এয়ার এক্সপ্রেস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, কনভেয়ার ইউনি এক্সপ্রেস ও সভাপতি বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন (বাফা), আতাতুর্ক টাওয়ার ২২, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

৩০। জনাব রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, ইন্টারন্যাশনাল এয়ার এক্সপ্রেস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, স্কাইনেট ওয়ার্ল্ডওয়াইড এক্সপ্রেস লিমিটেড।

৩১। জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ বখতিয়ার, সহসভাপতি (ঢাকা), বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন (বাফা), আতাতুর্ক টাওয়ার ২২, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

৩২। জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, কুরিয়ার সার্ভিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, করতোয়া কুরিয়ার এন্ড পার্সেল সার্ভিস, ৩৬, তোপখানা রোড, ঢাকা।

৩৩। জনাব মোঃ মোরশেদ আলম, জেনারেল ম্যানেজার, এস.এ পরিবহন প্রাঃ লিঃ, ২২-২৪ কাকরাইল, ঢাকা।

৩৪। জনাব মোঃ ফারুক আলম, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা কাস্টমস, এজেন্ট এসোসিয়েশন, ৩সি নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১২১২।

অনুলিপি ও সদয় অবগতির জন্যঃ

০১। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। **দৃষ্টি আকর্ষণঃ** অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ), চীফ ইনোভেশন অফিসার, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০২। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী। মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

০৩। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

৩১/১২/২০২০

(কুসুম দেওয়ান)
(ডিআইজি)
পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা)
ফোনঃ ০২-৪৮৩২২১৯০